নিয়মিত স্কুলে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষক দীনবন্ধু

সিউড়ির আড্ডা সত্যপ্রসন্ন উচ্চবিদ্যালয়ে

নন্দন দত্ত

সিউড়ি: চাকরি হারিয়েও নিয়মিত স্কুলে আসছেন বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষক দীনবন্ধু মণ্ডল। সিউড়ি দুই ব্লকে আড্ডা সত্যপ্রসন্ন উচ্চ বিদ্যালয়ের গণিতের শিক্ষক তিনি। ওই স্কুলের অন্য দুই শিক্ষক-শিক্ষিকা শতাব্দী সরকার ও তীর্থ মণ্ডল উচ্চমাধ্যমিকে বাংলা ও দর্শন পড়ান। তাঁরা অবশ্য এদিন স্কুলে আসেননি। কিন্তু দীনবন্ধুবাবু বোলপুর থেকে নিয়মিত আসছেন। চাকরি পেলেও ২০১৯ সালের জানুয়ারিতে এই স্কুলে পাঠদানের দায়িত্ব নেন তিনি। ডান চোখে দেখতেই পান না। বাঁ চোখের দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ। এই নিয়েই মাস্টার্স থেকে এমএড পাস করেছেন। বাড়িতে পক্ষাঘাতে আক্রান্ত বাবা শয্যাশায়ী। কয়েকমাস আগে বাবার মাথায় অস্ত্রোপচার হয়েছে। মা বয়সজনিত কারণে অসুস্থ। বাড়িতে স্ত্রী ও চারবছরের শিশুকন্যা। দীনবন্ধুবাবু বলেন, ''যতদিন যাচ্ছে, চোখের আলো কমে যাচ্ছে। এখনও নিজেই সাবধানে চলি। কিছুদিন পরে হয়তো সাহায্য নিতে হবে।'' তিনি আরও জানান, ''রায় শুনে মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েছিল। সোমবার মুখ্যমন্ত্রীর ভরসা শুনেছি। এখন নিয়মিত স্কুলে আসছি।'' স্কুলের প্রধান শিক্ষক চন্দন ভট্টাচার্য্য জানান, ''অসুবিধা তো হচ্ছে। এখন পরীক্ষা চলছে। দীনবন্ধুবাবুর উপর এই বিপর্যয় নেমে আসায় আমরা উদ্বিগ্ন ছিলাম। তিনি স্কুলে আসায় ভালই হয়েছে। তিনি স্কুলে ছাত্রদের কাছে খুব জনপ্রিয়।'' আড্ডা স্কুলে প্রায় ৮০০ ছাত্রছাত্রী। স্কুলের ১২ জন স্থায়ী শিক্ষক। প্যারাটিচার ও প্রধান শিক্ষককে নিয়ে ১৯ জন। সেখান থেকে তিন শিক্ষক চাকরিহারা হয়েছেন। এদের মধ্যে দীনবন্ধুবাবুর জন্য ভাবছেন সকলে। **ছবি : শান্তনু দাস**

বীরভূমে ৭৫ শতাংশ চাকরিহারা শিক্ষক স্কুলে

সংবাদ প্রতিদিন ব্যুরো, বীরভূম: বেশিরভাগ শিক্ষকই মঙ্গলবার স্কুলে এলেন। আবার এলেন না অনেকেই। তৃণমূল শিক্ষক সমিতির জেলা চেয়ারম্যান প্রলয় নায়েক জানান, ''জেলায় প্রায় ৭৫ শতাংশ চাকরিহারা শিক্ষক-শিক্ষিকা এদিন তাঁদের নিজেদের স্কুলে কাজে যোগ দিয়েছেন। বাকি কিছু শিক্ষকের কলকাতা যাতায়াতের জন্য অসুবিধা ছিল। তাঁরাও স্কুলে আসবেন। দু'একদিনের মধ্যেই স্বাভাবিক হয়ে যাবে জেলার শিক্ষাচিত্র।'' এই ছবির বিপরীত কথা বলেন বাম শিক্ষক সংগঠন এবিটিএ-র জেলা সম্পাদক আশিস বিশ্বাস। তার দাবি, ''৮০ শতাংশ চাকরিহারা শিক্ষক স্কুলে কাজে যোগ দেননি। সরকারিভাবে চাপ না দিলে তাঁরা আর দেবেনও না। কারন তাঁরা প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির শিকার হয়ে কোন মুখে ছাত্রছাত্রীদের কাছে মুখ দেখাবেন।''

নলহাটি ১ ব্লকের মেহেগ্রাম হাই স্কুলে অঙ্কের শিক্ষক নিরঞ্জন পাল ক্লাস নিচ্ছেন। মঙ্গলবার। —হাবিব তানভির

জেলাজুড়ে এই শিক্ষা সংকটের মুখে পড়ে নলহাটি দুই ব্লকের ভগলদিঘি উচ্চ বিদ্যালয়ে গ্রামবাসী অভিভাবকেরা এগিয়ে এলেন সমস্যা সমাধানে। কি করে তাঁদের স্কুল চলবে শিক্ষকদের সঙ্গে নিয়ে বৈঠকেও বসলেন তাঁরা। ওই স্কুলের ছ'জন শিক্ষক চাকরিহারা। বোলপুর ব্লকের লাভপুর, নানুর, ইলামবাজারের স্কুলে চাকরিহারা শিক্ষকদের দেখা যায়নি।

তবে সিউড়ি দুই ব্লকের আড্ডা সত্যপ্রসন্ন হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক চন্দন ভট্টাচার্য্য জানান, তিনজনের মধ্যে একজন এসেছেন। বাকি দু'জন আসেননি। নলহাটির মেহেগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয়ের চাকরিহারা গণিতের শিক্ষক নিরঞ্জন পাল স্কুলে এসেছিলেন। বিদ্রোহন স্কুলের দুই চাকরিহারা স্কুলের শিক্ষক এসেছিলেন। এদিকে নানুর ব্লকের টি এক এম বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে ৪ জন শিক্ষিকা ও এক শিক্ষাকর্মী চাকরিহারা। তাঁরা কেউ এদিন আসেননি। স্কুলে ৮০০ ছাত্র, ১২ জন শিক্ষিকা ছিল। স্কুলে এমনিতেই ১৯ জন শিক্ষকের পদ ফাঁকা। লাভপুর হটকালুহা বাদশাহী উচ্চ বিদ্যালয়ের ৮ জন চাকরিহারা এদিন স্কুলে আসেনি বলে জানিয়েছেন প্রধান শিক্ষক পুলক পাল। বোলপুর গার্লস স্কুলে ৫ জন শিক্ষক, উচ্চ বিদ্যালয়ে ১ জন শিক্ষক ও ১ জন শিক্ষা কর্মী আসেননি। স্কুলের প্রধান শিক্ষক জানিয়েছেন, সরকারের লিখিত নির্দেশ ছাড়া স্কুলে যাওয়ার বিষয়ে ভাববেন না বলে শিক্ষকরা তাঁদের জানিয়েছে। সিউড়িতে যদুরায় স্কুলে এক শিক্ষাকর্মী দীর্ঘ ছুটিতে। চাকরিহারা বাকি দু'জন কলকাতা থেকে বর্ধমানে বাড়িতে ফিরেছেন। তাঁরা দু'জন না আসায় বাকি একজন শিক্ষক স্কুলে আসেনি। নলহাটি হাইস্কুল ফর গার্লসে ৮ জন চাকিরাহারা শিক্ষিকা স্কুলে আসেননি। রামপুরহাটের কুসুম্বা হাইস্কুলের তিনজন স্কুলে আসেন নি। জয়কৃষ্ণপুর হাইস্কুলের তিনজন শিক্ষক অনুপস্থিত।

এনিয়ে সিউড়িতে জেলা স্কুল পরিদর্শকের দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে বিজেপি। দলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় জানান, ''যে ২৩ লক্ষ পরীক্ষার্থী আশা নিয়ে চাকরি দিয়েছিল, দুর্নীতির জেরে তাঁরা চাকরি থেকে বঞ্চিত। তাই শুধু ২৬ হাজার ও তাঁদের একলক্ষ পরিবারের লোক নয়, ২৩ লক্ষ ছেলের ভবিষ্যৎ নষ্ট হয়েছে।''

শুনশান সিউড়ি সিপিএম অফিসের ভরসা খোঁড়া বোলেরো

দেব গোস্বামী

বোলপুর: একখানা গাড়ি। তাও আবার খোঁড়া। জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য বা বিভিন্ন গণ সংগঠনের নেতা দূরে থাক, জেলা সিপিএম সম্পাদকেরই ভাড়ার গাড়ি না হয় বাইক ভরসা। যে পার্টি অফিসে গাড়ির ভিড়ের ধাক্কায় যানজট লেগে থাকত, সেখানে গড়ের মাঠ। কখনও সখনও কিছু বাইক দাঁড়িয়ে থাকে, এই যা!

বীরভূমে একসময় সিপিএমের জেলা কার্যালয়ে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত অ্যাম্বাসাডর, বোলেরো, টাটা সুমো, মারুতি। সকাল থেকে সন্ধ্যা, স্থানীয়দের যাতায়াতেও বেগ পেতে হত সিউড়ি শহরে। গাড়ির সারিতে থাকত সিপিএমের জেলা সম্পাদকের গাড়ি, সভাধিপতির গাড়ি, সাংসদ এমনকি পার্টির সম্পাদকমন্ডলীর সদস্যদের গাড়ি। ২০১১ সালে পালাবদলের পর সবকিছুই উধাও। গাড়ি বহর এখন নেই। জেলাজুড়েই রাজনৈতিক কর্মকান্ডে ভরসা ভাড়ার গাড়ি। জেলা সম্পাদক গৌতম ঘোষ বলেন, ''জেলা কার্যালয়ে একটি বোলেরো গাড়ি রয়েছে। তাও দীর্ঘদিন ধরেই খারাপ হয়ে পড়ে রয়েছে। পুরনো গাড়ির মেরামতের খরচও বেড়ে গিয়েছে। অপ্রয়োজনে আগেও দলে গাড়ি ব্যবহারের ছিল না। এখনও নেই। জেলা সদস্য কর্মী সমর্থকেরা বাসে ট্রেনেই যাতায়াত করেন। খুব প্রয়োজনে মিটিং মিছিল, প্রতিবাদ সভায় বাস ভাড়া করা হয়। কখনও নেতৃত্বরাও দলের কাজে গাড়ি ভাড়া করেই কাজ পরিচালনা করছেন।'' ক্ষমতা হারানোর পর রোখা যায়নি দলের ভাঙন। একাংশ কর্মী-সমর্থক দলবদল করে শাসকদলে নাম লিখিয়েছে। অনেকেই সদস্যপদ নবীকরণ না করে ঘরে বসে গিয়েছেন। ক্ষয়িষ্ণু দলের সাংগঠনিক পরিকাঠামো। ফলে সদস্য চাঁদা, লেভি সংগ্রহ কম হওয়ায় জেলায় দলের আয় কমেছে। এছাড়াও স্কুল, কলেজ, সরকারি দপ্তর ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পার্টির সদস্য সংখ্যায় টান পড়েছে। ফলে নেতৃত্বদের গাড়ি চড়া, সিউড়িতে সিপিএমের জেলা অফিসেও খাবারেরও লাগাম টানতে হয়েছে। কর্মীদের কথায়, ''আগে এমন কোনও দিন ছিল না কার্যালয়ে দুপুরে দলীয় কর্মী-সমর্থকেরা আহার করতেন না। প্রতিদিন ভাত, ডাল, সবজি, ভাজা, চাটনি রান্না হতই। এছাড়াও সম্মেলন, জেলা কমিটির বৈঠক হলেই মাছ-মাংস রান্না হত। এখন সব বন্ধ। বিশেষ কোনও কর্মসূচি ছাড়া আগের মতো আর পাত পড়ে না।''

সিউড়িতে সিপিএম অফিসে সোমবার দুপুর ১২টার সময় ছবিটি তুলেছেন শান্তনু দাস।

জেলা সিপিএমের সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য বকুল ঘড়ুই বলেন, ''বর্তমানে দলের একটি পুরনো গাড়ি মেরামতের খরচে বেড়ে যাওয়ায় তা ব্যয়বহুল হয়ে পড়েছে। এত খরচ বহন করা দলের পক্ষে সম্ভবও নয়। তাই বাধ্য হয়ে জেলা সম্পাদক সহ প্রায় সকলেরই ভরসা বাইক। কখনও কখনও দলের প্রয়োজনে গাড়ি ভাড়া করা হয়।'' যদিও ভোটে সিপিএমের ধরাশায়ীর হওয়ার পর সংগঠনের প্রভাব ক্রমশই ক্ষহিষ্ণু। জেলায় ১১টি বিধানসভায় কোনও জনপ্রতিনিধিত্ব নেই। লোকসভা নির্বাচনে জনসমর্থন ফেরেনি। ১৬৯ গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে হাতেগোনা কয়েকটিতে জয় লাভ করেছে সিপিএম। ভোট বাক্সের প্রতিফলনে জনসমর্থন তলানিতে। বর্তমানে জেলা সদস্য সংখ্যা

লাল পার্টির হাল

৪৮ হাজারেরও বেশি। এর মধ্যে হোল টাইমারের সংখ্যা প্রায় ১০০-র কাছাকাছি থাকলেও জেলায় দলের রাজনৈতিক প্রভাব প্রতিপত্তি কই। দুর্বল সংগঠনকে চাঙ্গা করতেই চিন্তিত দলের নেতাদের বড় অংশ। দলের পরিকাঠামো-সহ জেলা কার্যালয়ে ছবিটা দেখলেই স্পষ্ট হয়। সেখানে মাঝেমধ্যে কিছু বাইকের দেখা মিললেও চারচাকা গাড়ির সেই লম্বা লাইন আর নেই। গমগম করা আবহও উধাও। ঘুরে দাঁড়ানো কি আদৌ সম্ভব। ভোটে জেতা-হারা এখন ভাবনার মধ্যে না রেখে সাংগঠনিক পরিকাঠামোকে টিকিয়ে রাখায় প্রধান চ্যালেঞ্জ জেলা সিপিএমের। যদিও দলীয় কর্মীদের উজ্জীবিত করতেই ২৬শে জেলায় দুর্বলতা কাটাতে বিশেষ সাংগঠনিক কর্মসূচি নিতে চলেছে সিপিএম।

সংশোধিত ওয়াকফ আইনের প্রতিবাদে পুলিশের উপর হামলা

বিক্ষোভ, অবরোধ, আগুনে তপ্ত জঙ্গিপুর

নিজস্ব সংবাদদাতা, ফরাক্কা : সংশোধিত ওয়াকফ আইন প্রত্যাহারের দাবিতে উত্তপ্ত হল জঙ্গিপুর। প্রতিবাদ মিছিলে অংশ নেওয়া আন্দোলনকারীদের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়াল পুলিশ। মঙ্গলবার বিকেল থেকে দফায় দফায় পুলিশের সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধ হল আন্দোলনকারীদের। আগুন ধরিয়ে দেওয়া হল পুলিশের গাড়িতে। পরিস্থিতি সামলাতে কাঁদানে গ্যাসের সেল ফাটায় পুলিশ। মঙ্গলবার বিকেলে জনতা ১২ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করতে গেলে বাধা দেয় পুলিশের। শুরু হয়ে যায় জনতা-পুলিশের খণ্ডযুদ্ধ! জ্বালিয়ে দেওয়া হয় পুলিশের দুটি গাড়ি। চলে ইটবৃষ্টি। ভাঙচুর করা হয় বেশ কয়েকটি বাড়ি। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ আনতে জঙ্গিপুরের এসপি আনন্দ রায়ের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করে স্থানীয় বিধায়ক জাকির হোসনকে ফোন করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিধায়ককে ঘটনাস্থলে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। পরিস্থিতি সামাল দিতে বুধবরাই স্থানীয়দের নিয়ে বৈঠকে বসবেন বলে জানিয়েছেন বিধায়ক জাকির হোসেন। জঙ্গিপুর পিডব্লিউডি ময়দান থেকে ওয়াকফ বিল প্রত্যাহারের দাবিতে একটি বিক্ষোভ মিছিলের ডাক গিয়েছিল মুসলিমদের বিভিন্ন সংগঠন। পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে আগে থেকে মোতায়েন ছিল পুলিশ। মিছিল জঙ্গিপুর থেকে ওমরপুরের দিকে গিয়ে ১২ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করার চেষ্টা করে। সেই সময় বাধা দেয় পুলিশ। তখনই খণ্ডযুদ্ধ বাধে। পুলিশের গাড়িতে অগ্নিসংযোগ ঘটানো হয়। পরিস্থিতি সামাল দিতে কাঁদানে গ্যাসের সেল ফাটায় পুলিশ। তারপর পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়ে ওঠে। সাময়িক পিছু হটে পুলিশ। তবে কিছুক্ষণ পরই বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। পরিস্থিতি সামাল দেয় তারা। পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, পরিস্থিতি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে। জাতীয় সড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়েছে। উত্তেজিত জনতাকে ছত্রভঙ্গ করা হয়েছে। যারা গুজব ছড়িয়েছে বা চেষ্টা করেছে তাদের বিরুদ্ধেও আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। গুজবে কান না দিয়ে সবাইকে শান্ত থাকার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে পুলিশের তরফ থেকে। অন্য দিকে, বিনা প্ররোচনায় বিক্ষোভকারীদের লক্ষ্য করে কাঁদানে গ্যাসের শেল ফাটানো এবং লাঠিচার্জের অভিযোগ উঠেছে পুলিশের বিরুদ্ধে। কাঁদানে গ্যাসের শেল ফেটে তিন বিক্ষোভকারী অসুস্থ বলে দাবি করা হয়েছে। শেষ পর্যন্ত পাওয়া খবরে জানা যাচ্ছে, বিক্ষোভকারীদের ছোড়া ইটের ঘায়ে বেশ কয়েক জন পুলিশকর্মী জখম হয়েছেন।

দুবরাজপুরের ডিএস হাই মাদ্রাসার সুবর্ণ জয়ন্তীর সূচনা করলেন জেলা সভাধিপতি কাজল শেখ। তিনি জানান, ''১৯৭৫ সাল থেকে তিনটি গ্রামের পড়ুয়াদের নিয়ে স্কুল তৈরি হয়েছিল। মাদ্রাসা হলেও এখানে সব সম্প্রদায়ের পড়ুয়ারা পড়াশোনা করে।'' মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক জানান, ''৭০০ ছাত্রছাত্রীর এই স্কুলে ২৫ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা রয়েছে। মাদ্রাসায় তিনটি স্মার্ট ক্লাস চলে।''

পণ না পেয়ে গৃহবধূকে পিটিয়ে খুনে ধৃত স্বামী, শ্বশুর

নিজস্ব সংবাদদাতা, বোলপুর: যৌতুক না পেয়ে গৃহবধূকে পিটিয়ে খুন করার অভিযোগ গ্রেপ্তার স্বামী ও শ্বশুর। ঘটনাটি ঘটেছে কীর্ণাহার থানার ধ্রুববাটি গ্রামে। মৃতের নাম দিপালী বৈরাগ্য (৩৭)। স্থানীয় ও পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রায় ৩ বছর আগে পূর্ব বর্ধমানের কেতুগ্রাম থানার নোয়াপাড়ার বাসিন্দা দিপালী বৈরাগ্যর সঙ্গে বিয়ে হয় বীরভূমের কীর্ণাহার থানার ধ্রুববাটি গ্রামের রাজেন্দ্র দাস বৈরাগ্যর সঙ্গে। অভিযোগ, বিয়ের পর থেকেই বাপের বাড়ি থেকে টাকা আনার জন্য দিপালীর উপর চলত মারধর। প্রায়দিনই ঝগড়া বিবাদ লেগেই থাকতো। সোমবার সকাল থেকেই দাম্পত্য কলহ বাড়তে থাকে। দাবিমতো যৌতুকের না মেলায় অত্যাচার করা হয় গৃহবধূকে বলেই অভিযোগ ওঠে। এদিন সকাল দশটা নাগাদ গৃহবধূর প্রতিবেশীরা বাপেরবাড়িতে খবর দেয় তাঁদের মেয়ে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন। বাপের বাড়ির লোকজন তড়িঘড়ি এসে দেখেন শ্বশুরবাড়িতে মৃতদেহ নেই। এরপর বোলপুর মহকুমা হাসপাতালে গিয়ে দেখেন তাঁদের মেয়ের দেহের মধ্যে কোথাও দড়ির দাগ নেই। গালে ও মুখের মধ্যে দাগ ও ক্ষত রয়েছে। গৃহবধূর আত্মীয় ছবি দাস বৈরাগ্য বলেন, ''যৌতুকের টাকা না দিতে পারায় মেয়েকে নির্যাতন করে খুন করেছে তাঁর স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোকজন।'' ইতিমধ্যেই কীর্ণাহার থানায় গৃহবধূকে খুন করা হয়েছে বলে স্বামী-সহ শ্বশুরবাড়ির ৮ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়। মৃত গৃহবধূর বাবা শিবদাস বৈরাগ্য বলেন, ''তিনবছর আগে মেয়ের বিয়ের সময় সাধ্যমত সব দেনা পাওনা দিয়েছিলাম। তারপরেও মেয়ের উপর নির্যাতন চালাত। প্রাণেই মেরে দিল মেয়েকে। অভিযুক্তদের শাস্তির ব্যবস্থা করুক পুলিশ।''

রাজ্য

দুর্গাপুরে তিন শ্রমিক নেতার নামে পোস্টার

স্টাফ রিপোর্টার, দুর্গাপুর: তৃণমূলের তিন শ্রমিক নেতার নামে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে পোস্টার। সেলের অ্যালয় স্টিল প্লান্টের ভেতরে এই পোস্টার নিয়ে তোলপাড় দুর্গাপুরে। পোস্টারে লেখা 'কিছু বোল্ডার ও লোহা মাফিয়াদের নিয়ে এএসপিতে গেট মিটিং করেছেন আইএনটিটিইউসির জেলা কোষাধ্যক্ষ, আইটিটিউসির ব্লক সভাপতি কল্লোল বন্দ্যোপাধ্যায় ও আরেক নেতার নাম উল্লেখ রয়েছে। আবার বিজেপির ছত্রছায়ায় থাকা সেই সব লোহা আর বোল্ডার মাফিয়াদের দিচ্ছেন দলের সদস্যপদও। অথচ তৃণমূলের পুরনো কর্মীদের জায়গা দেওয়া হচ্ছে না। এভাবেই দুর্গাপুরের তৃণমূলকে বিক্রি করে দিলেন আপনারা।' বহিরাগত ৬৩ জনকে ঠিকা কর্মীর চাকরি দেওয়া হয়েছে বলে নাম সমেত পোস্টারে লেখা হয়। ১৫০ জনকে এইভাবে চাকরি দেওয়া হয়েছে বলে পোস্টারে দাবি করা হয়েছে। ছবি সমেত এইরকমই পোস্টার মঙ্গলবার দেখা যায় দুর্গাপুরের রাষ্ট্রায়ত্ত অ্যালয় স্টিল প্লান্টে। সেই পোস্টার আবার সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল হতেই চলে এলো তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে। যাকে ঘিরে শোরগোল শহরজুড়ে। ষড়যন্ত্র করে পোস্টার দেওয়া হয়েছে পাল্টা দাবি আইএনটিটিইউসি নেতৃত্বের। দুর্গাপুরে রাষ্ট্রায়ত্ত মিশ্র ইস্পাত কারখানায় ঠিকা শ্রমিক নিয়োগে দুর্নীতি হচ্ছে, পুরোনো দিনের তৃণমূল কর্মী হয়েও তাঁরা ব্রাত্য হয়ে রয়েছেন। অথচ বিজেপি ও বিরোধীদের লোকজন দিব্বি কাজ করছে রাষ্ট্রায়ত্ত এই সংস্থায় বলেও পোস্টারে লেখা। ইনটাকের জেলা সভাপতি সুভাষ সাহার অভিযোগ, ''এটা তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব। যারা আগে করে কম্মে খাচ্ছিলেন, তাঁরা আজ ক্ষমতার বাইরে। ইনকাম নেই আর যার জন্য এই লড়াই।'' আইএনটিটিইউসির দুর্গাপুর ৩ নম্বর ব্লক সভাপতি কল্লোল বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ''যে শ্রমিক সংগঠন বর্তমানে কাজ করছে তারা শ্রমিকদের পাশে রয়েছে। তাই কিছু লোক বাজার গরম করার জন্য কলংঙ্কিত করার চেষ্টা করছে।''

ব্যবসায়ীকে অপহরণ, পরে উদ্ধার পুলিশের

সালানপুর

স্টাফ রিপোর্টার, আসানসোল : অপহরণের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই অপহৃত ব্যবসায়ীকে উদ্ধার পুলিশের। এই ঘটনায় চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সকলেই ঝাড়খণ্ডের বাসিন্দা।

সালানপুর থানার কালিপাথর এলাকার বাসিন্দা পশু ব্যবসায়ী শ্যামসূল আনসারি। মঙ্গলবার সকালে ঝাড়খণ্ড সংলগ্ন ধানগুড়ি এলাকা থেকে অপহরণ করা হয়। পশু ব্যবসায়ীকে টোপ দিয়ে ডেকে আনা হয় ওই এলাকায়। এই ঘটনার জানার পর সালানপুর থানা পুলিশের পক্ষ থেকে তদন্ত শুরু করে। পরিবারের দাবি, ১০ লাখ টাকা মুক্তিপণ চেয়ে অপহরণকারীরা ফোনও করেছিল।

যদিও অপহরণের খবর পাওয়ার চার ঘণ্টার মধ্যে অপহৃতকে উদ্ধার করেছে পুলিশ। বাজেয়াপ্ত করা হয় অপহরণে ব্যবহৃত বোলেরো গাড়ি। গ্রেফতার করা হয় চার অপহরণকারী। ধৃতদের বাড়ি ঝাড়খণ্ডের মিহিজামে।

জানা গেছে, রূপনারায়ণপুরের আল্লাডি পঞ্চায়েত এলাকার কালীপাথরের বাসিন্দা ব্যবসায়ী শামসুল আনসারী। মঙ্গলবার সকালে নিজের বাইকে বাড়ি থেকে বের হয়েছিলেন। হরিয়ানার গরুর ছবি দেখিয়ে তাঁকে টোপ দিয়ে ডাকা হয়। তিনি যখন চিত্তরঞ্জনের পাইপলাইন ঘেঁষা রাস্তায় ডোমদহর দিকে যাচ্ছিলেন সেই সময় হঠাৎই একটি গাড়ি তাঁর পথ আটকায়। তাঁকে বল পূর্বক সেই গাড়িতে তুলে চম্পট দেয়। এরপর সকাল প্রায় এগারোটা নাগাদ শামসুল বাবুর ছেলের মোবাইলে মুক্তিপণ দাবি করে ফোন আসে। বাড়ির লোকজন পুলিশের কাছে সাহায্য চান। ঘটনার কিনারা করতে তদন্তে নামে। মোবাইল ট্র্যাক করে অপহরণকারীদের গতিবিধি আঁচ করে বেলা তিনটে নাগাদ পুলিশ পৌঁছে যায় জামুড়িয়া থানার চুরুলিয়া বীরকুলটি শ্মশান এলাকায়। দূর থেকে অপহরণকারীদের গাড়িটি দেখতে পায় পুলিশ। এরপর সেখানে পুলিশের গতিবিধি টের পেয়ে অপহরণকারীরা পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। পুলিশের বিশাল বাহিনী তাদের ধরে ফেলে। গাড়ি থেকে আহত শামসুল বাবুকে উদ্ধার করা হয়। এরপর চার অপহরণকারীকে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। পরে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়।

এদিকে সকাল থেকেই স্থানীয় মানুষজন বিষয়টি নজরে রেখেছিলেন। তারা রূপনারায়ণপুর ফাঁড়িতে উপস্থিত হয়ে অপহরণকারীদের ওপরে চড়াও হওয়ার চেষ্টা করেন। অপহরণকারীদের গাড়িতে এলোপাথাড়ি ইট ছোড়া হয়। থানা চত্বরেই ওই গাড়িটি ভাঙচুর করা হয়। পরে পুলিশ বিক্ষোকারীদের হঠিয়ে দেয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

অপহৃত শামসুল আনসারি বলেন, ''নানান জায়গায় ঘুরিয়ে, মাঝে মাঝেই মারধর করা হয়েছে। আর্মস দেখিয়ে টাকা অনানোর জন্য জন্য চাপ দেওয়া হয়।'' তিনি বলেন, ''অপহরণের সময় ৫-৬ জন থাকলেও শেষ পর্যন্ত চারজন আটকে ঘিরে রেখেছিল।'' পুলিশ সূত্রের খবর, ধৃত চারজন অপহরণকারীর সকলেই বাংলা ঘেঁষা ঝাড়খণ্ডের মিহিজিমের বাসিন্দা। তাদের বয়স কুড়ি থেকে পঁচিশের মধ্যে। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, আপাত দৃষ্টিতে অপহরণের ঘটনা হলেও পুরানো টাকা পয়সা লেনদেনের বিবাদ ছিল।

সিপিএমের বিক্ষোভ

আসানসোলে মিছিলে মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়। —প্রতিদিন চিত্র

স্টাফ রিপোর্টার, আসানসোল : বাম শ্রমিক সংগঠনের যৌথ উদ্যোগে শ্রমিক ও কৃষকদের অধিকার রক্ষায় আন্দোলন। পশ্চিম বর্ধমান জেলাশাসকের অফিস অভিযান হল মঙ্গলবার। উপস্থিত ছিলেন সিটুর জেলা সম্পাদক তথা প্রাক্তন সাংসদ বংশগোপাল চৌধুরী, আভাসরায় চৌধুরী, মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়, জাহানারা খান, পার্থ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। ১০০ দিনের কাজের নিশ্চয়তা, স্থানীয় বেকার যুবকদের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা, এছাড়াও, কয়লাশিল্প, চিত্তরঞ্জন রেল কারখানা এবং দুর্গাপুর-বার্ণপুর ইস্পাত কারখানার সংরক্ষণ ও উন্নয়নের দাবি। শ্রম কোড বাতিলের পাশাপাশি নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য যেমন গ্যাস, চাল, ডাল, আটা ও তেলের দাম কমানো, মাইক্রোফিনান্সের নামে সুদখোরি, বালিখাদানের বেআইনি কার্যকলাপ এবং কয়লা পাচারের মতো অবৈধ কারবার বন্ধের দাবি তোলা হয় এদিনের অভিযানে। একই সঙ্গে, বন্ধ ও পরিত্যক্ত কারখানাগুলিকে পুনরায় চালু করার দাবি ওঠে আন্দোলন মঞ্চে। এসএসসি প্রার্থীদের চাকরি বাতিলে মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্টের রায় প্রসঙ্গে মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায় বলেন, ''এসএসসিতে টিচার এবং টিচিং স্টাফ নিয়োগে দুর্নীতি করেছে, এটা পশ্চিমবঙ্গের বাচ্চারাও জানে। তবে এই পুরো ঘটনায় সব থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হলো গরিব পরিবারের বাচ্চারা ও সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থা। তারা প্রকৃত শিক্ষা থেকে বঞ্চিত।''

পুলিশ রামভক্ত, প্রশংসায় দিলীপ

স্টাফ রিপোর্টার, দুর্গাপুর: পুলিশকে সবচেয়ে বড় রাম ভক্ত। পুলিশের প্রশংসায় বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ।

মঙ্গলবার দুর্গাপুরে রাম নবমীর কার্নিভালে অংশ নিয়ে দিলীপ বলেন, ''পুলিশ সবচেয়ে বড় রাম ভক্ত। এত বড় রাম ভক্ত পশ্চিমবঙ্গে আগে কোনদিন দেখিনি। এবার রামনবমীর দিন পুলিশ পুলিশের কাজ করেছে। পুলিশ চুপচাপ দাঁড়িয়ে দেখেছেন, মিষ্টি খেয়েছেন, মিষ্টি বিতরণ করেছেন। আমরা বলেছি, যারা হারামের খায় তাদের সাথে যাবেন না, রামের দিকে আসুন।'' উপস্থিত ছিলেন বিজেপি বিধায়ক লক্ষ্মণ ঘড়ুই। তৃণমূলের সাংসদদের ঝগড়া নিয়ে দিলীপ সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম না করে বলেন, ''একজনকে লোকে আধপাগলা মনে করে। একজন সিনিয়র সাংসদ যদি মহিলা সাংসদকে সম্মান করতে না পারেন, পুলিশ ডাকতে হয়, তাহলে এটা পার্টি নাকি সন্ত্রাসবাদিতে পরিণত হয়েছে।''

দুর্গাপুরের রাজীব গান্ধী ময়দানে দিলীপ ঘোষ। —উদয়ন গুহরায়

টাকা ছিনতাই

স্টাফ রিপোর্টার, দুর্গাপুর: মঙ্গলবার দুপুরে অণ্ডালের বাঁকোলা কোলিয়ারি সংলগ্ন এলাকায় ছিনতাইয়ের ঘটনা। এলাকার সিসিটিভি ফুটেজে ধরা পড়েছে ছিনতাইকারীদের ছবি। মঙ্গলবার দুপুরে বাঁকোলার মশান ধাওড়ার বাসিন্দা শিবপুজন গোয়ালা একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের উখড়া শাখা থেকে ৪৫ হাজার টাকা তুলে সাইকেলে করে বাড়ি ফিরছিলেন। থলির ভেতর ছিল টাকা। থলিটি রাখা ছিল হ্যান্ডেলে। বাঁকোলা রেলগেট পেরোনোর পর ওই ব্যক্তির টাকা ভর্তি থলিটি ছিনিয়ে নিয়ে চম্পট দেয় দুষ্কৃতীরা। ছিনতাই করে মোটর বাইকে করে ছিনতাইকারীরা পালিয়ে যাই পাণ্ডবেশ্বরের দিকে।

যুবকের দেহ

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান : অজ্ঞাত পরিচয় এক যুবকের দেহ ভেসে উঠল দামোদরে। মঙ্গলবার সকালে জামালপুরে এই ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল। এদিন পুলমাথা ব্রিজের কাছে দামোদরের জলে যুবকের মৃত দেহ ভাসতে দেখেন স্থানীয়রা